গণবিজ্ঞপ্তি

দেশে পলিথিন/ প্লাস্টিকজাত ব্যাগ ও মোড়কের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্যে পুনঃব্যবহার বা পুনঃচক্রায়নের (রিসাইক্লিং) অনুপযোগী মাল্টি-লেয়ার প্লাস্টিক মোড়ক আশঙ্কাজনকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে একদিকে দেশে সরকারের 3R (Reduce, Reuse, Recycle) নীতির বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে এবং অন্যদিকে বিপুল পরিমান পলিথিন/ প্লাস্টিক বর্জ্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিভিন্ন নালা-নর্দমা, খাল-বিল, নদ-নদী এবং সমুদ্রে জমা হচ্ছে। এতে করে পরিবেশদূষণ ঘটছে-যা মানবস্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এপরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগের উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার, বহন, বাজারজাতকরণ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণসহ দেশব্যাপী ও বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার হোটেল, মোটেল বা রেস্টুরেন্ট গুলোতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ নির্দেশনার আলোকে ইতিমধ্যে পলিথিন বা প্লাস্টিক ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

রিসাইক্লিং বা পুনঃচক্রায়নের অনুপযোগী বিভিন্ন মাল্টি-লেয়ার পলিথিন/ প্লাস্টিকজাত মোড়কের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব বিকল্প প্যাকেজিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য উৎপাদনকারী/ ব্যবহারকারী/ বাজারজাতকারী স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হলো। অন্যথায় সংশ্লিষ্ঠ উৎপাদনকারী/ ব্যবহারকারী/ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর "Extended Producer Responsibility" মোতাবেক নিজস্ব খরচে মাল্টি-লেয়ার প্যাকেজিং সহ অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া "Polluters Pay Principle" এর আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৪ (১) ধারা মোতাবেক দেশের পরিবেশ সুরক্ষা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে এ গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হলো।

আসুন সবাই মিলে প্লাস্টিকদূষণ রোধকরি
বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই পরিবেশ গড়ি।

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়